কালবেলা

টাইমস হায়ার র‍্যাংকিং

দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে ঢাবি, বিশ্বে ৫২তম

ঢাবি প্রতিনিধি ››

বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষা মূল্যায়নের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ সূচক 'টাইমস হায়ার এডুকেশন ইন্টারডিসিপ্লিনারি সায়েন্স র‍্যাংকিং-২০২৫'-এ ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। বিশ্বের ৯৪টি দেশের ৯১১টি বিশ্ববিদ্যালয়কে পেছনে ফেলে প্রতিষ্ঠানটি এবার ৫২তম স্থান অর্জন করেছে। একইসঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার সব বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাড়িয়ে প্রথম স্থান দখল করেছে। গতকাল যুক্তরাজ্যভিত্তিক বিখ্যাত শিক্ষা সাময়িকী টাইমস হায়ার এডুকেশন ২০২৬ সালের র‍্যাংকিং প্রকাশ করে। এবার বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি মোট ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় তালিকায় জায়গা পেলেও সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

র‍্যাংকিং মূলত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বহুমাত্রিক ও আন্তঃবিষয়ক গবেষণার মান, গবেষণায় বিনিয়োগ, সুযোগ-সুবিধা, প্রশাসনিক সহায়তা, প্রকাশনা, প্রভাব ও খ্যাতিসহ ১১টি সূচকের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে।

TBS

DU ranks 1st in South Asia, 52nd globally in 'THE Interdisciplinary Science Ranking'

EDUCATION — BANGLADESH

TBS REPORT

Dhaka University (DU) has been ranked first in South Asia and 52nd globally in the latest Times Higher Education (THE) Interdisciplinary Science Ranking, according to a press release issued by the university's Public Relations Office yesterday.

This year, 12 public and private universities from Bangladesh made it to the league table. The UK-based education magazine published its 2026 rankings, featuring 911 universities from 94 countries.

The Interdisciplinary Science Ranking evaluates universities on their ability to conduct multidimensional and cross-disciplinary research. Institutions are assessed across three broad areas: funding and research investment, measures of success and support systems, and publications, research quality, impact, and reputation.

Final rankings are determined using 11 performance indicators spanning these categories.

আলোকিত বাংলাদেশ

দৈনিক আমাদের বার্তা

৫

শুক্রবার • ২১ নভেম্বর ২০২৫ • ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

টাইমস হায়ার এডুকেশন ইন্টারডিসিপ্লিনারি সায়েন্স র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাবি ৫২তম

■ আমাদের বার্তা ডেস্ক

টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) ইন্টারডিসিপ্লিনারি সায়েন্স র‍্যাংকিংস ২০২৬-এ বাংলাদেশের ১২টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। বিশ্ববিদ্যালয়টির অবস্থান ৫২তম, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে প্রথম।

গতকাল বৃহস্পতিবার টাইমস হায়ার এডুকেশনে (টিএইচই) বিশ্বের ৯৪টি দেশের ৯১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান হয়েছে। র‍্যাঙ্কিংয়ে ৫৭তম স্থান অর্জন করেছে ভারতের সাভেথা ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল অ্যান্ড টেকনিক্যাল সায়েন্সেস।

গত বছর নভেম্বর প্রথমবারের মতো ইন্টারডিসিপ্লিনারি সায়েন্স র‍্যাঙ্কিং ২০২৫ প্রকাশ করেছিল যুক্তরাজ্যভিত্তিক খ্যাতনামা শিক্ষা সাময়িকীটি।

র‍্যাঙ্কিংয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৩০১-৩৫০, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অবস্থান ৩৫১-৪০০, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির অবস্থান যৌথভাবে ৪০১-৫০০, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান যৌথভাবে ৫০১-৬০০, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান যৌথভাবে ৬০১-৮০০।

উচ্চশিক্ষা মূল্যায়ন সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম ঢাবি

■ আলোকিত ডেস্ক

বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষা মূল্যায়ন সূচকে আরেকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দ্বিতীয়বারের মতো প্রকাশিত টাইমস হায়ার এডুকেশন ইন্টারডিসিপ্লিনারি সায়েন্স র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বের ৯৪টি দেশের ৯১১টি বিশ্ববিদ্যালয়কে পেছনে ফেলে ৫২তম এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। গতকাল বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা সাময়িকী টাইমস হায়ার এডুকেশন (২০২৬) র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করে। এ বছর বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি মোট ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় তালিকায় স্থান পেয়েছে। এরমধ্যে সর্বোচ্চ অবস্থান অর্জন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

টাইমস হায়ার ইন্টারডিসিপ্লিনারি সায়েন্স র‍্যাঙ্কিং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বহুমাত্রিক ও আন্তঃবিষয়ক গবেষণা মূল্যায়নে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়। এতে মূল তিনটি কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা হয়- ইনপুট: অর্থায়ন ও গবেষণা বিনিয়োগ; প্রক্রিয়া: সাফল্যের পরিমাপ, সুযোগ-সুবিধা, প্রশাসনিক সহায়তা ও প্রচার এবং আউটপুট: প্রকাশনা, গবেষণার মান, প্রভাব ও খ্যাতি।

এই তিন কাঠামোর মধ্যে মোট ১১টি কর্মক্ষমতার সূচক অনুসরণ করে চূড়ান্ত র‍্যাঙ্কিং নির্ধারণ করা হয়। উল্লেখ্য, বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৬ সদস্যের একটি কমিটি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান-এর সার্বিক দিক-নির্দেশনায় এই কমিটি কাজ করছে। কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ।

সূত্র: সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সংগ্রাম

ডাকসু ও হল সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ডাকসুর ব্যাপারে সারা বাংলাদেশ তাকিয়ে ছিল--ভিসি

এখন গণরুম-গেস্টরুম চাঁদাবাজির রাজনীতি নেই--ভিপি

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)এর উদ্যোগে ডাকসু ও হল সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গত বুধবার সন্ধ্যা ৬ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে প্রতিনিধি সম্মেলন ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও ডাকসুর সভাপতি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে ও ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) এস এম ফরহাদের সঞ্চালনায় প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, ডাকসুর কোষাধ্যক্ষ ও ফিন্যান্স বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এইচ এম মোশাররফ হুসেন, ডাকসুর সহ-সভাপতি (ভিপি) সাদিক কায়েম।

সম্মেলনে ডাকসুর পক্ষ থেকে বিগত দুই মাসের কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়। দুই মাসের কার্যক্রম স্লাইড প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) এস এম ফরহাদ।

সম্মেলনে সভাপতির বক্তব্যে ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ডাকসুর ব্যাপারে সারা বাংলাদেশ তাকিয়ে ছিল, সবার গভীর আগ্রহ আছে। সিনেটে আজকে একটি পার্লামেন্ট ভাব মনে হচ্ছে। এই ডাকসু আয়োজন করার কৃতিত্ব পুরো নির্বাচন কমিশন, গণমাধ্যম এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের। আজকের সম্মেলনে অনেকগুলো সমস্যার কথা এসেছে , এগুলোতে আমরাও একমত। আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু আমাদেরকে সমস্যা সমাধানের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা করলে শতভাগ না হোক কিছু কাজ হলেও করা সম্ভব। সীমাবদ্ধতার পরেও ডাকসুর পরবর্তী দুই মাসে অনেকগুলো কাজ হয়েছে। তোমরা করে দেখিয়েছো, এটার ধারাবাহিকতা আমাদেরকে রাখতে হবে। ডাকসু সহ-সভাপতি (ভিপি) আবু সাদিক কায়েম বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন গণরুম-গেস্টরুম, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজির রাজনীতি নেই। বরং এখন শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই ক্যাম্পাসে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। নেতা নয় বরং প্রতিনিধি হিসেবে শিক্ষার্থীদের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাই আমাদের দায়িত্ব। আমরা আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসতে চাই, বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি হওয়া প্রত্যেকটি সিন্ডিকেট (৯-এর পৃষ্ঠার ১ কলাম)

ডাকসুর ব্যাপারে সারা বাংলাদেশ

(১২ পৃঃ ৮-এর কলাম পর)

ভেঙে দিতে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে পলিটিক্যালি কনশাস এবং একাডেমিক ইনস্টিটিউট। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ জ্ঞান উৎপাদন, গবেষণার পরিবেশ তৈরি এবং গবেষণায় বাজেট বাড়ানোর মাধ্যমে এটিকে পূর্ণাঙ্গ একাডেমিক ইনস্টিটিউট হিসেবে রূপান্তর করতে প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

তিনি বলেন, খুনি হাসিনা এবং তার দোসররা গত ১৬ বছরে শিক্ষার্থীদের উপর নির্যাতন-নিপীড়নের বৈধতা দিয়েছে। খুনি হাসিনার ফাঁসির রায় আসার পরে 'প্রগতিশীল শিক্ষক' নামে কিছু ব্যক্তি বিরোধিতা করে বিবৃতি দিয়েছে। যারা খুনি হাসিনার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে সে যেই হোক, তার স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতি করার অধিকার নাই। তাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে এবং তাদের চাকরিচ্যুত করতে হবে।

অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, ডাকসুর প্রেজেন্টেশনে দেখানো কার্যক্রমের চেয়েও বাস্তবে অনেক বেশি কাজ হয়েছে, যদিও অনেক ছোট ছোট কার্যক্রম উঠে আসেনি। গত দুই মাসে যে অগ্রগতি দেখা গেছে, তা ধারাবাহিকভাবে চালু থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা সম্ভব। আমাদের পরিকল্পিত মানসিক স্বাস্থ্য ও ক্যারিয়ার গাইডলাইন সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজগুলো ডাকসু বাস্তবায়ন করছে। আমাদেরকে সমর্থন দিয়ে সেই প্রচেষ্টা আরও শক্তিশালী করছো তোমরা। ব্যুরোক্র্যাটিক অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আলোচনা ও যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হচ্ছে। কিছু কাজ সময়সাপেক্ষ হলেও, সকলের সদিচ্ছা ও ভালো কিছু করার ইচ্ছার কারণে ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবর্তন সম্ভব।

অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বলেন, ডাকসুর বিগত দুইমাসের কাজের উপস্থাপনা দেখে বিস্মিত হয়েছি। দুই মাসের মধ্যে এত চমৎকার কাজ শুরু করা যেতে পারে এটা অবিশ্বাস্য। এই কাজগুলোর অনেকগুলোই সত্যিকার অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাজ ছিল। শিক্ষার্থী এবং প্রশাসন ও সবার সম্মিলিত উদ্যোগে অসাধারণ কাজ করা সম্ভব, ডাকসু দুই মাসের মধ্যে তারই প্রমাণ দেখিয়েছে। সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও সম্মিলিতভাবে কিছু উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে এবং ঘাটতি বাজেট দিয়েই চলতে হয়। তবে শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করতে হবে এবং টাকা জোগাড় করতে হবে। টাকা যেন সমস্যা না হয়ে দাঁড়ায়। পরিবারের প্রত্যেকে যদি তার নির্ধারিত অবস্থান থেকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বাংলাদেশের মানুষের যে প্রত্যাশা, তা পূরণ হবেই।

সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হল সংসদের সহ-সভাপতিবৃন্দ(ভিপি) তাদের হলের সার্বিক কার্যক্রম, অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন। হল সংসদগুলোতে সম্পন্ন হওয়া কাজের মধ্যে রয়েছে: ক্যান্টিন মনিটরিং, খাবারের মানোন্নয়ন, নতুন ক্যান্টিন ও পানির ফিল্টার স্থাপন, খেলার মাঠ সংস্কার, ইনডোর/আউটডোর খেলাধুলার সরঞ্জাম বৃদ্ধি এবং কয়েকটি হলে জিমনেশিয়াম স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পরিবেশ উন্নত করতে রিডিং রুম সংস্কার, নতুন ওয়াইফাই সংযোগ স্থাপন ও পর্যাপ্ত চার্জিং পোর্ট যুক্ত করা হয়। কয়েকটি হলে প্রশাসন বা স্পন্সরের সহযোগিতায় শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন ফ্যান, ফ্রিজ, ও ইলেকট্রিক পাম্প প্রভৃতি স্থাপন করা হয়েছে। সিঙ্গেল সিট বরাদ্দ বাড়ানোসহ আবাসন সংকট কমানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

প্রতিনিধিরা যে প্রধান সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয়েছেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: বাজেট ঘাটতি, প্রশাসনের অসহযোগিতা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে। বহু হলে ধারণক্ষমতার চেয়ে দ্বিগুণের বেশি শিক্ষার্থী থাকায় আবাসন সংকট তীব্র হয়ে উঠেছে এবং খাদ্যের গুনগতমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এখনো হয়নি। পুরনো ভবনের পলেস্তারা খসে পড়া, গ্যাস সংকট, জরুরি গেট ব্যবহারে জটিলতা, নিরাপত্তাহীনতা, বহিরাগতদের উপদ্রব, সিসিটিভি সংকট এবং খেলার মাঠ, সাইকেল স্ট্যান্ড, জিমনেসিয়াম, ফার্মেসি, ইনডোর গেমস সরঞ্জাম, গার্ড/ক্লিনার/অফিস সহকারী স্বল্পতার বিষয়গুলোও শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি বাড়াচ্ছে। প্রতিনিধিরা এসব সমস্যার সমাধানে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান।

ডাকসু ও হল সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদ, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. জসীম উদ্দিন, সাদা দলের সদস্য সচিব অধ্যাপক ড. মো. মহিউদ্দিন, ইউটিএলের আহবায়ক অধ্যাপক মো. আতাউর রহমান বিশ্বাসসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ ও বিভিন্ন অনুষদের ডিনবৃন্দ।

The New Age

The department of philosophy of Dhaka University, Dev Centre for Philosophical Studies and the Centre for Moral Development jointly organise a discussion to celebrate the World Philosophy Day on the DU campus on Thursday. — Press release

DU celebrates World Philosophy Day

Staff Correspondent

THE department of philosophy of Dhaka University, Dev Centre for Philosophical Studies and the Centre for Moral Development jointly organised various programmes to celebrate the World Philosophy Day on the DU campus on Thursday.

Chaired by chairperson of the department of philosophy Professor Md Nuruzzaman, DU arts faculty dean Professor Mohammad Siddiqur Rahman Khan, Professor Mohammad Daud Khan, Professor Shah Kawsar Mustafa and Centre for Moral Development director Professor AKM Yunus attended a discussion, said a press release.

Professor Mohammad Daud Khan presented the keynote titled Ethical and Rational Basis of Sustainable Business at the programme.